- 9 FEB 2017

বিএম কলেজ উত্তপ্ত ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে

■ বরিশাল ব্যুরো

ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ব্রজমোহন. (বিএম) কলেজ। গতকাল বুধবার সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করা হয়। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে নিজ নিজ কক্ষ ছেড়ে পালিয়ে যান অধ্যক্ষসহ সব বিভাগের শিক্ষক।

এক মাস ধরে বিএম কলেজ ছাত্র সংসদ (বাকসু) নির্বাচনের দাবিতে নানা কর্মসূচি পালন করে আসছে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা। গত ২১ জানুয়ারি ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করে ছাত্রমৈত্রী। এরপর গত ৫ জানুয়ারি রাতে মশাল মিছিল করেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। ওই দিন রাতে অধ্যক্ষের বাসভবনের সামনেও বিক্ষোভ করেন তারা। সর্বশেষ গতকাল বেলা ১১টায় কলেজের জিরো পয়েন্ট থেকে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে অধ্যক্ষের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেয়। এক পর্যায়ে বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীরা অধ্যক্ষের কক্ষে তার চেয়ার ছুড়ে ফেলে দেন। এ সময় তিনি সেখানে ছিলেন না। এর আগেই উত্তেজনার মুখে ক্যাম্পাস ছেড়ে যান অধ্যক্ষ স ম ইমানুল হাকিমসহ শিক্ষক-কর্মচারীরা। ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৫

বিএম কলেজ

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের দাবি, অধ্যক্ষ বাকসু নির্বাচন নিয়ে টালবাহানা করছেন। তিনি নির্বাচন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও এ নিয়ে কোনো পদক্ষেপই নিচ্ছেন না। ছাত্র সংসদের আদলে গঠিত অনির্বাচিত ছাত্র কর্মপরিষদের মেয়াদোত্তীর্ণ নেতারা অধ্যক্ষের সঙ্গে মিলে ছাত্র সংসদের তহবিল লুটপাট করছেন বলেও অভিযোগ সাধারণ শিক্ষার্থীদের। নির্বাচন না দেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন তারা।

এ ব্যাপারে অধ্যক্ষ স ম ইমানুল হাকিম বলেন, শিক্ষার্থীরা নির্বাচনের দাবি করতেই পারে; কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষের এককভাবে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। তাই সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে যোগাযোগ করে বাকসু নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা। তিনি আরও বলেন, নির্বাচনের দাবিতে শিক্ষার্থীদের অনাকাঙ্ক্ষিত এ আচরণ দুঃখজনক। মনে রাখতে হবে, কলেজ প্রশাসন তাদের প্রতিপক্ষ নয়। কলেজ শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক এসএম কাইউম উদ্দিন বলেন, ছাত্র সংসদ নির্বাচন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিষয়। সরকারের উচ্চ মহলের নির্দেশনা পেলে তারা নির্বাচনের আয়োজন করবেন।

বিএম কলেজ ছাত্র সংসদের সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০০৩ সালে। এরপর ২০১১ সালে ছাত্র সংসদের বিকল্প হিসেবে তিন মাসের জন্য একটি অস্থায়ী ছাত্র কর্মপরিষদ গঠন করে কলেজ কর্তৃপক্ষ। মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পরও কমিটি এখনও বহাল রয়েছে। ওই কমিটির নেতাদের বিরুদ্ধে টেন্ডারবাজি, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডসহ নানা অপকর্মের অভিযোগ রয়েছে।